শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজা ও দুর্গাবোধন

শক্তিবাদ প্রবর্তক

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

প্রথম সংস্করণ ইং ১৯৭৮, কলের্গতাব্দা ৫০৭৯

শক্তিবাদ মঠে অনেকরকমের দেব-দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রত্যেক মন্দিরেই পূজা করিবার কেন্দ্ররূপে শিবেরও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ঘটস্থাপনা বা শিবমূর্ত্তিতে পূজা শাস্ত্রসম্মত। মস্তিষ্ক কেন্দ্র হইকে আরম্ভ করিয়া মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মনাড়ীই জীবের মধ্যস্থিত শক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কেন্দ্র। ইনিই ঈশ্বর, আত্মা বা ব্রহ্ম। ইনিই দেব, দেবী, অবতার, পিতৃ ও জীব চেতনার কেন্দ্র। ইহাকে ধ্যান করিয়াই কর্ম্মোপাসনা জ্ঞান, তপস্যা ও পূজা পাঠ করিতে হয়। হিন্দুদের মধ্যে অনেক মূর্ত্তির প্রচলন থাকিলেও ব্রহ্মনাড়ীকেই সেই মূর্ত্তির রূপ জানিতে হইবে। ইহার মধ্যে আজ্ঞা এবং সহস্রারই মস্তিষ্ক। এই কেন্দ্র হইতেই মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত ব্রহ্মনাড়ী মূলাধার পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৩১ বৎসর পূর্বে (ইংরেজী ১৯৪৭ সনে) ভারত হইতে ইংরেজ যবনরা চলিয়া গিয়াছে। ইহার পরই কংগ্রেস সরকার কাশীর বিশ্বনাথ শিব মন্দিরে মিলিটারী বসাইয়া মক্কাবাদী ও তামস যবন পোষণের কেন্দ্র করিয়া রাখিয়াছে। ইহা ভিন্ন এখনও ভারতে সহস্র সহস্র শিব মন্দিরে শিব স্থানগুলিকে তামস যবনরা অপবিত্র অবস্থায় রাখিয়াছে। কোনও কোনও শিবস্থানে এবং দেবস্থানে পা ধোয়া হয় এবং প্রস্রাব পর্য্যন্ত করা হয়। কংগ্রেস সরকারের দরবারে ইহার কোনও প্রতিকার নাই। যদিও এসব মূর্খরা হিন্দুদের ভোটেই রাজত্ব করিয়া চলিয়াছে। মক্কায় সাদা শিবকে মুখের থুথু মাখাইয়া এখন কালা করা হইয়াছে। মক্কার হজ যাত্রীগণকে ভারত সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করে। যতদিন মক্কার শিবের সঙ্গে পঞ্চায়েত পূজার ব্যবস্থা করিয়া ইহাকে জ্যোতির্লিঙ্গ শিব না করা হইতেছে ততদিন ভারত সরকার হজযাত্রীদের টাকা দেওয়া বন্ধ করুন। পঞ্চায়েত বিধান সহ মক্কার (কৈবল্য) শিবের (কিব্‌লা) পূজা মহম্মদ কর্ত্তৃক ভঙ্গ হইয়াছিল। এইজন্য উহা এখন তামস শিবলিঙ্গে পরিণত হইয়াছে। তামস লিঙ্গ অজ্ঞানতা, মূর্খতা, মিথ্যা, ছলনা, বর্বরতা এবং নীচতা দায়ক বা সত্য ভঙ্গ কারী দেবতা (স্বরা বরায়ত আঃ ৩) বলিয়া জানিতে হইবে। মক্কার শিবের সংস্কার হইলেই যবনবাদ শেষ হইবে। এইজন্য আমাদের ইজরায়েলের সহিত বন্ধুত্ব করা উচিৎ। ভারতের জনতা ও নেতাগণ এজন্য অবহিত হোন। মস্তিষ্ক স্থিত নিম্ন ভাগই আজ্ঞাচক্র, মধ্যভাগের নাম শিবপিণ্ড, ঊর্দ্ধভাগের নাম সহস্রার। তন্ত্রনির্দিষ্ট গুরুস্থান স্থিত বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রগুলিকে বুঝাইবার জন্য শক্তিবাদ মঠে নাগেশ্বর শিবলিঙ্গটি দর্শন করুন। এবং শক্তিবাদ গ্রন্থাবলীর সাহায্যে ইহার মধ্যস্থিত বিভিন্ন মর্ম্মগুলির রহস্য বুঝুন। শিব সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রমাণ দেখুন -

শাস্ত্রের প্রমাণ ও শিবমূর্ত্তি

ওঁ স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময় মরুৎ কুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে।
শান্তে স্বান্ত প্রলীনে প্রকটিত বিভবে জ্যোতিরূপে পরাক্ষে।
লিঙ্গং তদ্ ব্রহ্ম বাচ্যং সকলতনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি।

(শিবাপরাধ স্তোত্রম্)

"যাহা প্রণবময়, এবং যাহা জীবনীশক্তিরূপে সুষুম্নামার্গে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন, যাহা মনকে শান্ত করিয়া অহংরূপ আত্মভাবকে প্রলীন করিতে সমর্থ, যাহা অনন্ত ঐশ্বর্য্যের আধার, যাহা জ্ঞানময়, যাহা পরমব্রহ্ম নামে খ্যাত, যাহা সমস্ত জীবে (ব্রহ্মনাড়ীরূপে) অবস্থান করিতেছেন, যাহা মঙ্গলময় এবং যাহা ব্রহ্ম নামে খ্যাত এমন লিঙ্গকে আমি স্মরণ করি নাই।"

খৃষ্টানরা শিবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়াছে কিন্তু শিবমূর্ত্তিকে মহম্মদের মতন তামস করিয়া রাখে নাই। এইজন্য খৃষ্টানদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। মক্কার মন্দির সংশোধন হইলে অথবা এই সম্বন্ধে বিস্তারিত সমালোচনা হইতে থাকিলে ম্লেচ্ছবাদীয় যবনবাদ (মক্কাবাদ) ক্রমেই নিস্তেজ হইতে থাকিবে।

দুর্গাপূজার বোধন মন্ত্র : ওঁ রক্ষোহনং, বলহনং বৈষ্ণবী শক্তিঃ ত্বাম্ অহম্ বলগং উৎকিরামি - "যজুর্ব্বেদ" মণ্ডল ৫॥ কণ্ডিকা মন্ত্র ২॥ ইহা যে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণের কথা ইহা কে না জানে। কিন্তু একটা জাতির কোটী কোটী জনতার মধ্যস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরণ করা যায় না। ইহার জন্য যে কঠোর তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন সেটা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। যাহাদের মনে অসুরবাদ বিরোধিতা খুব স্পষ্ট নয় তাহাদের পক্ষে কুণ্ডলিনী জাগরণ অসম্ভব। একজন গুরু বা ঋষির মধ্যে মহাশক্তির জাগরণ হয় এবং তাঁহারই নির্দ্দেশে একটা জাতি শক্তিবাদে উদ্বুদ্ধ হয়।

অসুর দ্বারা লাঞ্ছিত, অপমানিত, বিতাড়িত, রাজ্যভ্রষ্ট, সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠিত, নারীজাতি অপমানিত একটা বৃহৎ সমাজকে এই বিজ্ঞানেই গুরুগণ শক্তিবাদে উদ্বুদ্ধ করিতেন। সত্যযুগের তিন জন গুরু। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, ইঁহাদের প্রেরণায় মহাশক্তির উদ্বোধন হয় এবং দেবতাদের শক্তি ইহাতে মিলিত হয়। দ্রষ্টব্য - চণ্ডীর দ্বিতীয় অধ্যায়। সত্যযুগে দেবতাগণ, ত্রেতায় রামচন্দ্র, দ্বাপর ও কলির সন্ধিক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় মহাবীর অর্জুন সকলেই দুর্গার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। ইহাই বোধনের মর্ম্মকথা।

ভারতের উদ্বোধন কার্য্য ১৯০০ সনে কলের্গতাব্দ ৫০০১ সনে আরম্ভ হয়। আমরা ১৯০৫ সনে বেশ ব্যাপক ভাবেই বন্দেমাতরম ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলাম। ১৯৭৮ সনে সেই উদ্বোধন কার্য্য পরিপুষ্ট হয় নাই। ইংরেজ ভারত ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত ত্রিখণ্ডিত হয়। যবন তোষক নেতারা ভারতের পূর্ব এবং পশ্চিম অংশকে যবন দ্বারা প্লাবিত করিবার দুষ্কার্য্য গোপনে গোপনে আরম্ভ করে। পূর্ববঙ্গ গিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ যাইতে চলিয়াছে, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় সব যাইতে বসিয়াছে। ওদিকে পশ্চিম ভারতেও পশ্চিম পাকিস্থানের পরেও কাশ্মীরকে যবনরাজ্য করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। আজ যবন তোষক সব নেতারাই ভারতের জনতার শ্রদ্ধা হারাইয়াছে, কাজেই নূতনভাবেই মহাশক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। মুসলমাণগণকে পাকিস্থানে যাইতেই হইবে। যবনতোষক নেতাগণকে ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে। দুর্গাবোধনের ইহাই নূতন নীতি হইবে।

মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত অবলালয় পীঠ (শক্তিপীঠ) আছে। এই শক্তিপীঠ হইতেই মহাশক্তির সংগঠন আরম্ভ হয়। বিস্তারিত যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা ক্রমবিকাশের চতুর্থ খণ্ড দেখুন। এবৎসর শক্তিবাদ মঠে মনসা দেবী ও শীতলা মায়ের মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।

মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত অবলালয় পীঠ হইতে আরম্ভ করিয়া, নাদ, বিন্দু, কলা, কলাতীত সব কেন্দ্রগুলির আলোচনা ক্রমবিকাশ গ্রন্থে হইয়াছে। দক্ষ কন্যা সতীকে কেন্দ্র করিয়া, মহিষাসুর বধের উদ্বোধন আরম্ভ হইয়াছিল। হিমালয় কন্যা হৈমবতীর কথা বেদে আছে। দ্রষ্টব্য শক্তিবাদ ভাষ্য উপনিষদ। শিবের মানস কন্যা নাগদেবী বিষহরি মনসা এবং মা শীতলা ভারতের সর্বত্র পূজ্যা।

দুর্গাপূজার মন্ত্র ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটী পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। যিনি দক্ষযজ্ঞের বিনাশের কারণ (যিনি ঘোররূপা সর্বগ্রাসী অব্যক্ত শক্তি বা মহাকালী) যিনি কোটী কোটী শক্তি কণার দ্বারা পরিবেষ্টিতা যিনি অসুর উৎপাত বিনাশের পর সুদিনের প্রতিমূর্ত্তি এমন যে দুর্গা, মহাশক্তি, তাঁহাকেই আমরা প্রণাম করি। দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখানে ভারতেও দেখা যায় কংগ্রেসীরা ও কম্যুনিষ্টরা যে নীতিতে ভারত গড়িতে চান উহাতে ঋষি বা শিবত্বের কোনই আকার ইঙ্গিত নাই। শিবহীন দক্ষযজ্ঞ শিবের শিষ্য নিম্নস্তরের জীবশিবরা ৪৷৷০ কলার মানবগণই ভাঙিয়া দিয়াছিল। বিষ্ণু পূজাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমরা রামচন্দ্রকে টানিয়াছি। ঈশ্বরীয় ও প্রাকৃতিক নিয়মকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দিবার জন্য আমরা শ্রীকৃষ্ণকে টানিয়াছি। হয়ত একদিন ম্লেচ্ছ ও যবনবাদকে ভাঙিবার জন্য বিষ্ণুর অবতার কল্কিকেও টানিব। তত্ত্বদৃষ্টিতে মনসা ও শীতলা মূর্তি মহাশক্তি ধারিণী নারীরই মূর্তি। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত অবলালয় পীঠ হইতে আরম্ভ করিয়া বিকাশের শেষ কেন্দ্র অর্থাৎ হংসপীঠ ও শীতলপীঠ সবস্তরের কথাই ক্রমবিকাশের চতুর্থ খণ্ডে দেখুন। মনসা দেবী হংস বাহনা, অর্থাৎ তাঁর বিকাশের কেন্দ্র হংস পীঠে, দ্রঃ ক্রমবিকাশ চতুর্থ খণ্ড।

আজকাল দেশে গণবাদ চলিয়াছে। একজনে শস্য উৎপন্ন করিল আর একদল মূর্খকে লেলাইয়া দিয়া তোমরা সেগুলি কাটিয়া লইলে বা এরূপ নানারকম অন্যায় উৎসাহ দিয়া, ছিনতাই, চুরি বা ডাকাতি চালাইলে, কিন্তু তোমরা জানিয়া রাখিও লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় যাহারা রথ যাত্রা উৎসবে একত্রিত হয়, যাহারা শিব মন্দিরে, কালী মন্দিরে একত্রিত হয়, লক্ষে লক্ষে দুর্গাপূজায় বা দর্শনে বাহির হয়, শীতলা বা মনসা পূজায় সহস্রে সহস্রে সমবেত হয় তাহারা কিন্তু এসব অন্যায় ভাবে শস্য কাটাই, ছিনতাই বা গুণ্ডামিতে তোমাদের কথায় নাচিবে না। তাহারা তোমাদিগকে ভোটও দিবেনা। দেশ ভাগকারী যবনগণকে পাকিস্থানে পাঠাইলে এসব দুষ্কার্য্যের উৎসাহ কোন কাজেই দিবে না, ইহা আমরা ভাল ভাবে জানি।

মনসা দেবীকে শিবের মানস কন্যা বলা হইয়াছে। সর্পকুল সকলেই এই মহিলার বশীভূত ছিল। সর্পদের মধ্যেও দৈবীভাব, অসুরভাব ও দুর্বলভাব আছে। মহারাজ জন্মেজয় সর্প যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পরীক্ষিতকে সর্প দংশন করিয়াছিল, ইহার নীতি যে অসুর বাদীয় ছিল ইহাতে মোটেই সন্দেহ নাই। এই অসুরবাদীয় নীতিতে পূজারীবাদী ব্রাহ্মণগণও কম চালাকি খেলেন নাই। তাঁহারা দেশ, জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্র হইতেও নিজেদের দক্ষিণার নীতিকে প্রাধান্য দিবার কথাই বেশী ভাবিয়াছিলেন। ভারত ভাগের পরও হিন্দু নেতারা যবনদের সঙ্গে ও সর্ব্বধর্ম্মবাদী সাধুদের সঙ্গে হাত মেলাইয়া যে ভাবে ভারতকে আর একটি পাকিস্থান তৈরী করিবার ষড়যন্ত্রে হাত মিলাইয়াছেন তাহাদের নীতিতে এবং পরীক্ষিত হত্যায় পূজারী বাদী ব্রাহ্মণদের নীতিতে কোনই ভেদ

নাই, কিন্তু জানিয়া রাখিও জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের নীতি আজও কেহ ভোলে নাই। আজও সমাজের বহু লোক সর্পহত্যা করে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। মা মনসা সর্পকুল রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার কারণ সর্পকুলেও স্থান বিশেষে দৈবীভাব ছিল বা আছে। এজন্যই মহাশক্তি দুর্গার হস্তে অসুর নাশক বিষধর সর্প। শিবের মস্তকে ও শরীরে সর্প, বিষ্ণুর শয়নে সর্প, গণেশের পৈতা সর্প, প্রায় সব দেবতাদের সঙ্গেই সর্প জড়িত। আমাকে এক বৃহৎ আকার শঙ্খচূড় সর্প মস্তকে ফণা বিস্তার করিয়া দংশন করিতে উদ্যত হইয়াও দংশন করে নাই, নিজে নিজে মাথা নত করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ অসুর বাদী কালীয় নাগকে দমন করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি নিজেকে ''অনন্ত নাগ রূপী নারায়ণ'' বলিয়াছেন, দ্রঃ গীতা, অঃ ১০॥ অমর নাথ তীর্থে আজও লক্ষ লক্ষ হিন্দু যাত্রী জীবন্ত অনন্ত নাগকে (পাঁচটি ফণা ধারী অনন্ত নাগকে) দর্শন করিতে সমবেত হয়। মস্তিষ্কে শীতলা পীঠ আছে। মা শীতলা ঐ পীঠস্থানের অনুভূতিসম্পন্ন মহাশক্তি শালিনী মহিলা ছিলেন। ইনি অসুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত মহামারী রোগ হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার কর্ম আরম্ভ করেন। হাতে ঝাড়ু জলের কলসী ও ময়লা তুলিবার কুলা এসব তাঁহার সমাজ সেবার যন্ত্র ছিল। ইউরোপের শ্বেতজাতিরা পশ্চিম গোলার্ধের রেড ইণ্ডিয়ান গণকে ধ্বংস করিবার জন্য ব্যাপকভাবে বসন্ত বীজ ছড়াইয়া দেয়। ভারতবর্ষেও অসুরদের দ্বারা ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বসন্ত, কলেরা বিষ প্রয়োগ কম হয় নাই, বসন্ত বিষকে ধ্বংস করিয়া সমাজরক্ষা করা অনেকস্থানে অসুরবাদের সঙ্গে যুদ্ধকালে অস্ত্র প্রয়োগের চেয়েও বেশী শক্তিশালী আত্মরক্ষার উপায় ছিল। মহাশক্তি রূপিনী মা শীতলা নাম্নী কোন মহিলা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কালে এই কার্য হাতে নেন। সমস্ত বিশ্ব এজন্য আজও মায়ের পায়ে প্রণাম জানায় এবং সমাজকে রক্ষা করিবার মহান কর্ম্ম অবলম্বন করে। আজ ইহাই Municipality এবং ইহাই Red Cross Society. এক যুগের গাধাই এ যুগে ময়লাবাহী ট্রাক।

শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজার নির্ঘণ্ট

২০শে আশ্বিন শনিবার, ৭ই অক্টোবর, সায়ং কালে ষষ্ঠী বোধন :- প্রাতঃ ঘণ্টা ৬।১২ হইতে রাত্রি ৪।১২ মিঃ পর্য্যন্ত ষষ্ঠী তিথি।

২১শে আশ্বিন রবিবার, ৮ই অক্টোবর সপ্তমী পূজা :- সপ্তমী তিথি প্রাতঃ ৬।১২ হইতে রাত্রি ৪।১২ মিঃ পর্য্যন্ত। শক্তিবাদ মঠে পূজা আরম্ভ দিবা ৯।২৮ মিনিটে।

২২শে আশ্বিন সোমবার, ৯ই অক্টোবর, মহাষ্টমী পূজা :- রাত্রি ২টা ২মিঃ পর্য্যন্ত। পূজা আরম্ভ ৯।২৭ মিনিটে। রাত্রি ঘঃ ১১।৪৮ মধ্যে দেবীর অর্ধরাত্রি বিহিত পূজা। রাত্রি ঘঃ ১।৩৮ মিঃ গতে সন্ধি পূজা আরম্ভ, রাত্রি ঘঃ ২।২ মিঃ গতে বলিদান, রাত্রি ঘঃ ২।২৬ মিঃ মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন।

২৩শে আশ্বিন মঙ্গলবার, ১০ই অক্টোবর, নবমী পূজা :- শক্তিবাদ মঠে জীব বলিদান হয় না। অসুর তোষক কুষ্মাণ্ড নেতাদের নিপাকের জন্য কুষ্মাণ্ড বলি হয়। অসুরবাদের ধ্বংসের জন্য বিশেষ বিশেষ পুৎলী বলিদানেরও ব্যবস্থা আছে। নবমী রাত্রি ঘঃ ১১।৪৭ পর্য্যন্ত, শক্তিবাদ মঠে পূজা আরম্ভ ঘঃ ৯।২৭ মিনিটে। ১।৩০ মিঃ যজ্ঞ, মঠ পরিক্রমণ।

যজ্ঞমন্ত্র :- ওঁ অম্বে, অম্বিকে, অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চনঃ

সশস্ত্যিশ্বকঃ স্বভদ্রিকাং, কম্পিল্যবাসিনীং স্বাহা।

হে মা, হে বিশ্বমাতা, হে অম্বালিকে, আপনি কল্যাণকারিণী। কিন্তু যাহাদের মন শিশু ঘোড়ার মত চঞ্চল তাহারা আপনাকে মানেনা। আমরা ৬ কলার গান্ধিবাদ, ৫ কলার কম্যুনিজম, এবং ৪৷৷০ কলার মজুর তন্ত্রবাদে চিন্তিত নই। ইহাদের পতন কে রুদ্ধ করিবে? ৭৷৷০ কলার মক্কাবাদ (গুণ্ডাবাদ)ও শেষের পথে।

মানবের বিকাশ ৪৷৷০ হইতে ১৬ কলা ধরা হইয়াছে। ৪৷৷০ কলা (নিম্নশিব), ৫ কলা গণেশ (কম্যুনিজম্), ৬ কলা (গান্ধিবাদ), ৭৷৷০ কলা আসুরিক বিষ্ণু (গুণ্ডাবাদ, অসুরবাদ ও অপুষ্টবাদ ও যবনবাদ) কম বিকশিত মতবাদ হইবার কারণই ইহারা (শক্তিবাদকে) মানে না, অর্থাৎ কল্যাণের পথে ইহারা চলে না।

২৪ শে আশ্বিন বুধবার, ১১ই অক্টোবর দশমী পূজা :- রাত্রি ঘঃ ৯।২৯ মিঃ পর্যন্ত। পূজা আরম্ভ ঘঃ ৯।২৭ মিঃ তাহার পর বিসর্জন। অপরাজিতা পূজা ও শাক্তাভিষেক এবং শান্তিজল।

বিসর্জন ও শান্তির অনুষ্ঠান অসুরবাদ ধ্বংসের পরে অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। আমরা দিল্লীর শাহী ইমামকে দীর্ঘ পত্রে অনুরোধ করিয়া বলিয়া ছিলাম আপনি ধর্ম্ম নেতা আপনার কর্তব্য শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়া যে ভারত ভাগ হইয়াছে আমরা আমাদের ভাগ ভাল ভাবেই বুঝিয়া লইয়াছি এখন চলো সকলে নিজের দেশে পাকিস্থানে (পবিত্র স্থানে) যাই কারণ নিজের ভাগ বুঝিয়া লইয়া হিন্দু ভাইদের ভাগে বসিয়া থাকা ধর্ম্ম নয় অধর্ম্ম। তিনি আমাদের চিঠির প্রাপ্তি সংবাদও দেন নাই।

বর্ত্তমানে তিনি আরো সুবিধা আদায়ের জন্য ভারত সরকারকে লাঠি দেখাইয়া দিয়াছেন। অসুর বাদী মহারাজ বিশ্বামিত্রের সামনে মহর্ষি বশিষ্ঠ নির্বাক হইয়া যান। কিন্তু মহর্ষির কামধেনু শক্তিবাদ গ্রহণ করিয়া আশ্রম ও নিজেকে রক্ষা করেন এবং বিশ্বামিত্রও শক্তিবাদের প্রভাবে মহর্ষি বিশ্বামিত্রে পরিণত হইয়া আজও পূজনীয় হইয়া আছেন।

আমরা জানিনা ভারত রাষ্ট্র ইমামের লাঠির সামনে কি ভাবে আত্মরক্ষা করিবে? ভারতের প্রধান মন্ত্রী রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চান। রামচন্দ্র দুর্গাপূজায় রাবণকে চণ্ডি পাঠের জন্য আহ্বান করেন চণ্ডিপাঠ করিবার পরও রাবণ অসুরবাদ ত্যাগ করেন নাই। তাই রাম দুর্গাপূজার পরই রাবণকে বধ করিয়া রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, রাবণের দাসত্ব করিয়া নয়। ভারতের প্রধান মন্ত্রী কি ভাবে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন তাহা আমরা জানিনা। আমাদের মতে মক্কার মন্দির উদ্ধার করিয়া গঙ্গাজলে ও বেলপাতায় পঞ্চায়েৎ সহ শিব পূজার প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশ ভাগকারী যবনদের পাকিস্থানে বহিষ্কারই রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

মক্কার মন্দির যে হিন্দুদের মন্দির ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। কারণ শিব মূর্ত্তিটি এখনও মন্দিরে রহিয়াছে। পঞ্চায়েৎ ভাঙ্গিয়া দিবার দরুন উহা এখন তামস শিব। পঞ্চায়েৎ সহ পূজা করিলে উহা আবার জ্যোতির্ম্ময় শিবের পীঠস্থান হইবে, কথিত আছে শিবকে গঙ্গাজলে ও বেলপাতায় পূজা করিলে সমস্ত যবন ধ্বংস হইবে।

কুরান বলে মূর্ত্তি পূজকগণকে ঐ মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে না। দ্রঃ সুরা বরায়ৎ আঃ ৮॥

মহম্মদ আলী তাঁহার কুরাণের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ''সন্ন্যাসীগণ উলঙ্গ অবস্থায় কাবার নিকটে গমন করিতেন।'' ইহাকে তিনি অপবিত্র মনে করিয়াছেন। উঃ মহম্মদ রসুল যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তিনি কি উলঙ্গ ছিলেন না? রসুল সাহেব তবে কি লিঙ্গ কাটিবার পর পবিত্র হইলেন? মহম্মদ আলী তাঁহার কুরাণ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন - ''It had been long remained in hands of the idolators.'' আজ ১৯৭৮ সালের আগষ্ট মাসে ভারত ব্যাপী যে জল প্লাবন এই জন্য কি ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ও শাসকগণের মূর্খতাই দায়ী নয়? ইহা নিশ্চয়ই ''দৈব রোষ''। তোমরা ভাবিয়াছ কামান দাগিয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া দৈব রোষ রুদ্ধ করিবে? তোমাদিগকে নূতন করিয়া দুর্গা বোধনের কথা ভাবিতে হইবে। এই বোধনের প্রথম সূত্র হইবে যবনদিগকে পাকিস্থানে যাইতে দিতে হইবে। যবন তোষকগণকে ভারত শাসনের কেন্দ্র হইতে বেত্রাঘাতে নামাইয়া দিতে হইবে। গোধনের ও শস্য বৃদ্ধির জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। খাদ্য শস্য ও দুগ্ধ সহজ লভ্য ও সস্তা করিতে হইবে। গোরক্ত পায়ী পাপীগণকে ভারত হইতে বহিষ্কার করিতে হইবে। প্রধান মন্ত্রী দেশাই তো যবনের পায়ে তেল মাখাইবার কার্য্যে বিশ্বদরবারে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি তো গঙ্গার জলকে পূঃ বঙ্গকে দিতে যাইয়া কলিকাতা ও হলদীয়া বন্দরের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। বাজপেয়ী তো যবনের পায়ে কম তেল মাখান নাই। এঁরা এবার গঙ্গাজল ও বেলপাতা সহ মক্কায় চলিয়া যান না? শিবের মাথায় গঙ্গাজল ঢালিয়া আসুন না? বাজপেয়ী তো নিজেই ব্রাহ্মণ তবুও আমরা খুব ছোট মন্ত্র বলিয়া দিতেছি যথা ''ওঁ হৌঁ বিশ্বগুরু শিবায় নমঃ॥ ওঁ গণপতি গণেশায় নমঃ॥ ওঁ জগৎজ্যোতি সূর্য্যায় নমঃ॥ ওঁ বিশ্বপ্রাণ বিষ্ণবে নমঃ॥ ওঁ মস্তিষ্ক মণি সোমমূর্ত্তি মহাদেবায় শিবায় নমঃ॥ ওঁ সর্ব্বশক্তিময়ী মহাশক্তি দুর্গায়ৈ নমঃ॥ ওঁ সর্ব্বব্যাপিনে ব্রহ্মণে নমঃ॥'' মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আপনাদের কেহ যেন লিঙ্গচ্ছেদন না করে। তবে যবন প্রীতির জন্য আপনারা ফিরিবার পথে ইচ্ছা করিলে লিঙ্গ মুণ্ডন করাইয়া লইতে পারেন। ডাক্তারের সাহায্য লইয়া লিঙ্গ মুণ্ডনে কোন ব্যথাই লাগিবে না। ইহার ফলে বিশ্ব দেখিবে আপনাদের যবন প্রীতি কত গভীর, এবং যবনদেরও কাফের প্রীতি কত গভীর।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র হইতেছে ৩টি। (১) সুইজারল্যাণ্ড, (২) কানাডা, (৩) আমেরিকা। ইহার কারণ ৭ কলার গণকে এই তিনটি রাষ্ট্র সর্বতোভাবে রক্ষা করে। পৃথিবীতে সবচেয়ে হীন ও দুর্দশাগ্রস্ত রাষ্ট্র ভারতবর্ষ। এইজন্য দায়ী গান্ধীবাদ, নেহেরুবংশ এবং বাঙালী জাতি। এই তিনটি শাখা সর্বতোভাবে ৭ কলার বিকাশকে ধ্বংস করিয়া চলিয়াছে এবং মক্কাবাদী, বর্বর ও অপুষ্টবাদী গুণ্ডাগণকে ও মূর্খ নেতাগণকে সর্বতোভাবে পুষ্ট করিয়া চলিয়াছে। এখানকার বর্ত্তমান সাধুরাও অষ্টম কলার চরিত্র ত্যাগ করিয়া সর্বধর্মবাদ, অদার্শনিকতা ও অযুক্তিবাদ গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কেহ খিচুরীসিদ্ধ ও মল মূত্র লইয়া সাধনায় লিপ্ত রহিয়াছে। আমরা বলি আর কতকাল খিচুরী সিদ্ধ করিবে? নেতা ও জনতাকে শিক্ষা দাও - দেশ ভাগ হইয়াছে এবং দুর্দশা চরমে আসিয়াছে। নেতা ও জনতাকে বল - লোক বিনিময়ের জন্য আন্দোলন করুক। কারণ দেশ ভাগ ও একতরফা রিফিউজি এবং দেশ ভাগকারীগণকে চার বিবি দিয়া ভারতে পোষণ ও তোষণই দুর্দশার কারণ।

বনপর্ব্বের কাম্যক বনের ঘটনা

যুধিষ্ঠির তিন দিন উপবাস করিয়া সংযমমূলক তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'সূর্য্যস্তরের স্তবে' বলিয়াছিলেন - ''বিশ্বকর্ম্মা তোমার তেজ সংগ্রহ করিয়া দানব, দৈত্য, দর্প বিনাশার্থে নারায়ণের জন্য সুদর্শন চক্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন।'' কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাশিয়া ''কসমিক্ রে'' শক্তিতে মারণাস্ত্র নির্ম্মাণের উদ্যোগ করিতেছিল। তাহাদের উদ্যোগ কতটা ফলবতী হইয়াছিল, সেটা আজও গোপন আছে। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা সূর্য্য তেজে নির্ম্মিত মারণাস্ত্র চক্র আজও আমরা কিন্তু মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। আমরা শক্তিবাদ মঠে বিশ্বকর্ম্মার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করি নাই, তিনি যে সূর্য্য দেবতার কসমিক জ্যোতি ইহা আমরা জানি। ভারত ভাগ করিবার জন্য যাহারা দায়ী সেই সব যবনগণকে বহিষ্কার করিয়া এবং যবন তোষক অযোগ্য নেতাগণকে ভোট না দিয়া ভারতকে পাপ মুক্ত করিবার জন্য যুবকগণ অগ্রসর হও। শক্তিবাদী হিন্দু নেতাকে অনুসরণ করিয়া ভারতকে পুনঃ শক্তিবাদে প্রতিষ্ঠিত কর।

শ্রী গণপতি প্রেস
৩৯।১ শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা - ৬

প্রকাশক - শক্তিবাদী শিষ্যবৃন্দ
শক্তিবাদ মঠ
গড়িয়া, ২৪ পরগণা

GURU PURNIMA IN CANADA

532 Soudan Avenue, Toronto, Ontario, phone : 485-6361
Gurus, Swamis, Sanyashies, Sadhus, Monks, Rishis and all men of philosophy and science are the main source of knowledge. They spend their lives in pursuit and practice of knowledge and truth. They contribute their learning to the society in the form of doctrine which in turn becomes the culture.

4,500 years ago the highest Rishi of India, who held the post of "The Byasa", composed the book Mahabharata, from which comes the Gita. The Mahabharata gave the society a tremendous amount of knowledge. The country and its people expanded intellectually and culturally from his contribution. The first Byasa Purnima was held in honour of the great Byasa of Mahabharata.

On the day of Guru or Byasa Purnima the Indians, disciples, devotees and others offer respect and blessing to their men of knowledge. In exchange their Guru will speak to them of the higher process of thinking.

Through the offereing of sweets, rice, flowers, chanting, Puja, fire purifying, reading the Vedas and so on, the disciple learns and hears the instruction of the Gurus. The disciples question the doctrines and attempt to braoden their comprehension and knowledge.

This feast also celebrates the commencement of "Chatur Mashya Bratam", a four month period of yogic practice for all men and women interested in this higher process. All stop working and end their involvement in everyday life to be with their teachers practising and strengthening their thinking powers.

Swami Satyananda Saraswati is the 142nd Guru of the Kali Yuga Age, in the order of Ananda Math: a man with a great store of knowledge and comprehension far beyond most men.

At the age of 14 Swamiji left home in order to practise Yoga with his Guru in the jungles of India till his 54th year. Swamiji has practised all the Yogas and is known throughout India as a most highly developed yogi.

Swamiji installed his ashram just outside of Calcutta at:
Shaktibad Math, Post Garia, District 24 paraganas.

His ashram has been operating for the past 20 years. Swamiji has been visiting in Canada since June 1973.

Swamiji has written many books re-instating the original line of Hindu thinking (Shaktibad) to all people. Much of the main core of Indian knowledge and culture has been interpreted too shallowly and much more has been laid aside in favour of other worldly involvements over the past 500 years until his time.

Shaktibad (Force) is the doctrine of Mental Development through concentration on the Brahmanari. Swamiji instructs in the development of Force (Energy) and the practical application of it in society. His knowledge is all pervading; encompassing all the affairs of matter and soul.

Shaktibad has given a new light to the society. The day will come when man will be bound to follow it. Panchayet has been set in the culture of Indian society. At this time, Indian leaders are trying to replace the Panchayet system with democracy, an impossibility. But Panchayet is the outcome of Shaktibad Sociology and cannot be successful in democracy, socialism or communism.

On Sunday June 30, 1974; commencing in the afternoon at 2 o'clock Guru Purnima will be celebrated in the garden of our home with Swami Satyananda Saraswati.

We invite you to come and to hear the philosophy, science and social doctrine of Swami Satyananda Saraswati. We invite you to question him thoroughly and to discuss with the others in attendance. Come and celebrate this day in honour of all men of truth and learning and learn something for yourself.

Paul and Genevieve Tessier

An appeal to the judges, lawyers and the public

World Conqueror Shaktibad is a religious book based on philosophy and science. The Government of India has acted foolishly by calling me communal. The learned judges may decide whether the book is a communal book or a book of high philosophical Doctrine. In order to develop a Doctrine it becomes necessary to criticize the other prevalent Doctrines. By this the talent of a book becomes more evident. If the respected judges ask me to keep all my literature before the court, then I shall do so gladly. They may appoint any special committee and investigate whether Shaktibad is a communal Doctrine or a Doctrine of hooliganism or it is a highly philosophical Doctrine. At present, the cost of a set of my literature is about seventy rupees. All of my books are based on philosophy and science and their aim is to ennoble the character of mankind throughout the world.

After the British left India, the leaders who took the charge of our country are surely persons of lowest category of communal character. This is because they surrendered to the barbarism of 17% Muslims and divided the country consisting 83% Hindus to Jabans. As a result the Hindus of East Bengal and Western India have been thrown into utter torture. This cannot be a democratic policy by any means. No rational being of the world can admit of any policy which is inferior than this communal policy. It is very surprising that the administrators of our country have no sympathy for the Hindus of East Bengal And Western India. After the partition of India all efforts were made to rear the Jabans, who demanded partition, in India. As a result, a high civilization based on the Vedas is on the verge of destruction.

After I was put in the lock-up, I was treated in a most humiliating manner.

(1) I am a sadhu from childhood. But in the lock-up I was not given food favourable to my yogic life. As a result I had to remain mostly without food.

(2) The condition of my eyes were very bad. I told the watchman and the jailor about my eye-troubles but they paid no heed to it. On the fourth day I had the opportunity of telling the jail-doctor about my eye troubles. He at once tranferred me to the hospital and gave me some relief.

(3) Everyday I was kept in a humiliating manner along with the lower class criminals and my body was bruised all over due to mosquito and bug-bites. Even after I was released on bail, I had to suffer continuously from those sores about a year.

(4) I have many disciples in Canada, S. America, London, Africa, Israel and America. In India, I have disciples in almost every corner of the country.

besides this, throughout the world I have a special reputation among the learned and civilized people of the soceity. I write books and thereby earn some money. By putting me in the lock up, without any fault, my Doctrine and also my livelihood have been hampered. On one side my subsistence has been snatched away and on the other side my power of writing has been usurped. In this age of communism this has been an act of barbarism on me. If the sickle of a thatcher is snatched away, then is it not an attempt to make him destitute?

I am the author of many books. Among those 'World Conqueror Shaktibad' and 'Shaktibad Manifesto' were printrd in Canada and America. I am keeping both these books in front of the court. I roam about in my country and abroad to preach my Doctrine. I never say anything about any country without the basis of a Doctrine, even in a country administered by foolish leaders. If it becomes necessary to change certain languages of my book, I never deny to do so. If the Government of India had requested me, I would have thought of changing the language of my book.

I requested our foreign minister, Mr. Vajpayee, to release my passport and also informed him that my disciples in Canada and America are eager to make arrangements for my eye treatment there. At least for my eye treatment he could have released my passport, but he did not do so. However, he cannot deny that he is very familiar to me.

For a few years I have been unnecessarily harassed by the police court-case. For this reason and also for the torture done on me, I demand a compensation of five lakh rupees from the Government. I request the honourable judges to order the Government to compensate me for my loss. In India I have made an Ashram and am staying there for about 22 years. I do not beg nor do I collect subscriptions. But I had to spend this long period of 22 years under the torture and unnecessary oppression of various political parties. The Indian power of thinking has greatly deteriorated for want of Shaktibad. The C.P.I. (M) Government of W. Bengal are illegally trying to remove my booklet 'Dharma-shiksha' from the curriculum of the Calcutta Corporation. Although I know very well that in the name of administration the whole world is engulfed with corruption, still I do not indulge in party faction. Then why have I to endure such torture?

This news of my arrest was published in the papers in Canada and America along with my photo. They said, "Swamiji has become old and so it has not been advisable to put Him in the lock-up. He is the well-wisher of all. He should be allowed to read and write in peace. He is highly intellectual. He says that the policy of making the Hindus impotent and allowing the muslims to have four wives will not bear good fruits. It cannot be denied that as a result, in the next ten years, the Hindus, who are the holders of highest thoughts and civilization of the world, would become destroyed."

There is bus service through the road adjacent to my Math. Generally these buses are run by conductors who indulge in party faction. Although there is a bus stop near my Ashram still they do not hault the bus there. They do not even think for the aged people, the ladies or for the children. Think, in what sort of a country we are living!

In the Ashram there is a 440-volt electric line. For a few years no work is done in the Ashram from this 440-volt line. But still each month a large amout of electric bill is to be paid. For this reason I sent my men to the electric office many times but

without any effect. At last I myself went there and after discussion I understood that the party fellows used to make such bill without due inspection. Even after the 440-volt line was cut off, my last electric bill amounted to 170 rupees. On hearing this the engineers laughed.

Jaban-jagna (purification of the Jabans) was performed first in Canada. Canada is the meditation place of Maharshi Kanad. At the border of Canada and America is situated the Angira region which is the meditation place of Saint Angira. I visited this sacred Angira region many times. On one portion of this Angira region is situated the Niagara Waterfalls. It is the main centre for generation of hydroelectric power for Canada and America. In the Angira region, I bathed in river Angira and performed puja and tarpan (oblations of water) through Vedic mantras. The original inhabitants of America are known as Red Indians. They believe in rebirth and also keep a tuft of hair on their head. The white people of Europe have committed utter torture on them. I have thought a lot about their deliverance and also discussed the matter with many people. I have also many disciples among these Red Indians. I have thought much and discussed at length about converting the Jabans back to Vedic civilisation. Among the Christians there are two main classes viz. Protestant and Catholic. The Catholics all circumcise but the Protestants all do not. Although the Jews are worshippers of Kali-mantra, still they all circumcise. According to the Hindu scriptures those who circumcise are known as Jabans. The sons of King Jajati are the forefathers of these Jabans. From them this circumcised community has emanated. Jaban means darkness or tamash. I have many disciples among the Jews, Catholics and Protestants and also a few among the Muslims. When I explained to them that circumcision is a hindrance towards attaining self knowledge, they wanted to know its remedy. I discussed about the purification mantras used in the Vedic Sraddha ceremony (funeral ceremony). The Indian pitrisraddha (obsequies in honour of one's deceased father) is a very high purification ceremony. Five Vedic mantras are prevalent specially for purifying those who have not adopted the Vedic upanayan (investiture with the holy thread) i.e. those who are sudhras or impure. Among these five purification mantras I asked them to use only two mantras and also advised them to beg pardon for circumcision. I think that the sons of Jajati ought to have been purified and pardoned in this way. Since this was not done the whole world is under oppression. In the sraddha ceremony the first purification mantra is "Om tad-Bishnu paramong padong ...". Those who want to unserstand the meaning of the five purification mantras may consult my booklet "Gaya-Tirtha".

The Bible contains instruction for circumcision. It has also ordered to kill those who have not circumcised (of Genesis – part 17 – nos. 9, 10, 11, 12, 13, 14). The Muslim scripture, Hadis, also contains these instructions. The Bible and the Koran are full with instructions for loot, incendiarism, killing the ladies and children, and destroying the images and temples of the other communities. Have not the Indian police department gone through these books even once? In the Koran there is the instruction to give one fifth of the property looted to Rashul and also to slaughter the idolators indiscriminately during the Ramjan festival (of Koran – surah 8, Ayat 1; surah 8, Ayat 39; sura Barayat, Ayat 5). Have not the Indian police even heard of these? I do not want to lengthen my declaration and so I am not citing many evidences in support of my statement. Which one is the better - those who give instructions to kill

the people who have not circumcised or those who advice the circumcised people to beg pardon for having violated nature's law by circumcision? After partition of India, is nationalism (Congress) possible by keeping in our country those people who demanded partition by claiming themselves to be of a different nation? Those who are the leaders of such misdeeds, can they be called anything other than a fraud? After a property is divided between two brothers, if one of them along with his family, takes a lodging in the other brother's property, then how long can the latter survive? Those who do not have this common sense, are they fit to be leaders?

Among the progressive leaders of Bengal, Kalimuddin Sams, deputy speaker of assembly, said, "Muslims of Indian Union are a separate netion" (of Statesman 11.6.78). With the creation of Pakistan it has already been clear that the Muslims are a separate nation. Then why do the Muslims still stay in our country along with their wives and children?

The scripture Chandi says "ya Devi sarba bhuteshu Jati Rupena sangsthita...."

Among the purification mantras another mantra is "India is great." To divide India and to drive out the Hindus by utter torture cannot be a syndrome of humanity. It is a consequence of Ashurbad (brutality) and Jabanbad.

Another purification mantra is known as "Madhu-mantra". This mantra clearly says "My father is in heaven, from there he is pouring his sweet love and blessings on me." But the Koran says that after death each Koranbadi (follower of Koran) resides in a grave of size three hands by six hands. Now say how happily he would reside there that he would pour sweet love on his son? What else can he give except lumps of earth? The act of purifying a Jaban and converting him back to Vedic civilisation is certainly not a crime. However those who want to remain Jabans may do so willingly. Certainly I did not protest this. It is only for this reason that I did not include the "Madhu-mantra" in the purification mantras of the Jabans.

The West Bengal Government is doing utter torture on the Hindus who have migrated from Dandakaranya to the southern part of Bengal. The Central Goverment must be in favour of this torture. Many people asked me about the view of Shaktibad regarding these Hindus from Dandakaranya. I said that with the help of the centre, these Hindus should declare the Sundarban area as a purely Hindu state, subordinate to Delhi. They should drive out all the Jabans, who demanded for partition, from there and also prevent the Hindu leaders, who are appeasers of Jabans, from entering their state. I consider the bravery and patience of these Hindus superior than the divinity of our deities. Let the centre now spend crores of rupees so that these brave Bengalis may earn their livelihood by catching fish. In divided India this will be an ideal state.

I am a sadhu belonging to an ancient order of Gurus and religious sect of the Hindus. Counting from the beginning of the Kali-yuga, I am the 142nd Guru of Ananda Math Order. It is my religious duty to instruct the society to follow virtuous path. I pray for the welfare of mankind throughout the world. It will be good for all if they understand the purpose of Shaktibad Doctrine. One religion instructs the people to slaughter those who have not circumcised and another religion instructs the circumcised people to beg pardon from God for having committed a sin by circumcising the foreskin which is a gift of Nature. Now of these two religions which one is desirable?

In the police report submitted against me it is not mentioned that which portion of my book is objectionable. I consider this report as a very strange and unreasonable one. Can a Doctrine, based on science and philosophy, be judged in such a silly manner? I am ready to accept any punishment from the honourable judges but before the judgment is over, do the police or the Government have any right to confiscate my books? I can boldly say that Shaktibad religion will remain in this world for all time to come.

Sati-daha (burning of the devoted wives), sacrificing of children in the Ganges, Charak lila and other vile practices prevalent among the Hindus have been stopped. But because of this, the Hindu religion has not become extinct. Then would the religion of the Jabans become extinct if circumcision is stopped and other ashuric (brutal) policies are rectified? If the Indian Police and administrators had the slightest power of judgment then they would have not put an innocent tapaswi in the lock-up by falsely accusing him to be communal.

I have written this declaration only to clarify my Doctrine and not to influence anyone. It will establish all concerned on a reasonable policy. After partition of India, exchange of people should have been done. Those who did not do so for their self interest and greed of power, they have done a great injustice to India and are clearly incompetent leaders.

Swami Satyananda Saraswati
Founder of Shaktibad Doctrine
Garia, 24-Paraghanas